দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

(ডি.এম.এফ.)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

২৫-২৬ মার্চ ২০১৭, শৌলা ২নং মৎস্য খটি, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগন,

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৬টি জেলায় প্রায় ব্লকে বিস্তার লাভ করেছে। মাছ আহরণকারী, মাছচাষী, মাছ বাছাই ও শুকানো কর্মী এবং ক্ষুদ্র মাছ বিক্রেতা নির্বিশেষে সব ধরণের মৎস্যজীবীরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্য। বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের শাখা ও সহসংগঠন বিভিন্ন ব্লক ও জেলায় গড়ে উঠেছে। সংগঠনগুলি হল –

১। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন;

২। মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডর ইউনিয়ন;

৩। রূপনারায়ণ নদ মৎস্যজীবী ইউনিয়ন;

৪। হুগলি মৎস্যজীবী ফোরাম;

৫। উত্তর ২৪ পরগণা মৎস্যজীবী ফোরাম;

৬। সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটি;

৭। কুলতলি মৎস্যজীবী ফোরাম;

৮। সাগর মৎস্যজীবী ফোরাম;

৯। কুলপি মৎস্যজীবী ফোরাম;

১০। পশ্চিম মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম;

১১। জঙ্গলমহল মৎস্যজীবী ফোরাম;

১২। কাঁথি মহকুমা খটি কর্মচারী সমিতি।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ২০১৭ সালের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এমন এক সময়ে যখন –

১। সারা পৃথিবীর জল-জঙ্গল-জমির উপর দেশি-বিদেশি পুঁজির ও তাদের বিশ্বস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দখলদারি ও এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল গরীব মানুষের তথা কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও বনবাসীদের জীবন-জীবিকার সংকট বেড়ে চলেছে;

২। রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবী জুড়ে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান ও কেন্দ্রীভবন ঘটছে এবং এর ফলস্বরূপ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার অধিকার সংকুচিত হচ্ছে।

৩। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেও একদিকে সামগ্রিক অবস্থার কোন গুনগত পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি, আরেকদিকে বহু বিষয়ে এমন কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে যাতে গরীব মানুষের অধিকারের হানি ঘটছে;

৪। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ রাজনৈতিক দল ও মত নির্বিশেষে কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও বনবাসীদের নিজ নিজ গোষ্ঠী সংগঠনকে শক্তিশালী করা ও জোরদার যৌথ সংগ্রাম গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে করে গরীব মানুষের অধিকারগুলি অর্জন ও রক্ষা করা যায় এবং তাদের গোষ্ঠীগত স্বশক্তিকরণ হয়। কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নয়, নিজেদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার স্বার্থে সক্রিয় ও সংগঠিত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

এই সাধারণ অবস্থা সহ মৎস্যক্ষেত্রের কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ্য –

১। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে জলসম্পদ আজ সবথেকে বিপন্ন। দূষণ ও দখলদারির ফলে সমুদ্র, নদী, হ্রদ, জলাভূমি বা পুকুরে মাছ কমছে। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মৎস্যজীবীরা, আর মৎস্যজীবীদের মধ্যে আবার সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা।

২। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সিংহভাগ লুঠ করে নিচ্ছে যান্ত্রিক মৎস্য শিকারীরা, মাছ ধরার ট্রলার ও অন্যান্য বড় বড় নৌকাগুলি। আর এই

লুঠের বেশিরভাগটা আসছে উপকূল নিকটবর্তী সমুদ্র এলাকা থেকে, যেখান থেকে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে থাকেন। ফলে সাধারণভাবে সারা উপকূল জুড়েই ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা মাছ পাচ্ছেন না।

৩। আভ্যন্তরীন মৎস্যক্ষেত্রেও চলছে ভয়াবহ পরিস্থিতি। নদী, হ্রদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক জলাশয়ে দূষণ ও নানা দখলদারির কারণে মৎস্যসম্পদ সাংঘাতিকভাবে কমে গেছে। ওদিকে পুকুর চাষে চলছে বিনিয়োগকারীদের রমরমা। গরীব ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীর বেঁচে থাকার জন্য মাছ চাষ থেকে বিনিয়োগকারীর ব্যবসাভিত্তিক মাছ চাষে এই পরিবর্তন সবথেকে ক্ষতি করছে গরীব মৎস্যচাষীর। নেই পুকুর লিজের নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা, নেই বিনিয়োগের সামর্থ্য। তাই গরীব ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী আজ পুকুর লিজের মালিকানা থেকে উৎখাত হয়ে পরিণত হচ্ছে মাছ চাষের ঠিকা শ্রমিকে।

৪। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইকনমিক করিডোর, সাগরমালা প্রকল্প ত্বরান্বিত করছে জল, জলাশয়, জলাভূমির ধ্বংস । এরই সাথে মৎস্যজীবীরা তাদের বংশ পরম্পরার পেশা থেকে উৎখাত হয়ে জীবিকার জন্য উদ্বাস্তুর মতো হন্যে হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন।

৫। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরাই হচ্ছেন ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক জলসম্পদের সবথেকে বড় প্রাথমিক দায়ভাগী ও স্বাভাবিক রক্ষক। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ২০১৩ সালে প্রণীত "ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের স্বেচ্ছামূলক নীতি নির্দেশিকা"-য় ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্ব এবং তার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশ করেছে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই নীতি সমর্থন করলেও জাতীয় ক্ষেত্রে তার সুষম ও যথাযথ প্রয়োগে যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে না।

৬। সরকারের কাছে বার বার আবেদন জানানো সত্ত্বেও রাজ্যের জলসীমার বাইরে সামুদ্রিক মৎস্যশিকার নিয়ন্ত্রণের কোন আইন নেই। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা করার ও সেই সম্পদে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেই।

৭। মৎস্যক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বাজেট বরাদ্দ এ বিষয়ে চরম অপদার্থতার পরিচয় দিচ্ছে। মহিলা

মৎস্যকর্মীরা সংখ্যায় মৎস্যক্ষেত্রে নিযুক্ত মোট কর্মীর প্রায় ৫০ শতাংশ হলেও তাদের সহায়তার জন্য সরকারের কোন উপযুক্ত নীতি বা বরাদ্দ নেই।

৮। উৎপাদন ও মৎস্যকর্মীর নিরিখে আভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্র সমগ্র জাতীয় মৎস্যক্ষেত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার করে থাকলেও আভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে ভারত সরকারের কোনও জাতীয় নীতি নেই।

৯। ২০০৭ সালে বিশ্ব শ্রম সংস্থা "মৎস্যক্ষেত্রে কাজের সনদ ১৮৮" প্রণয়ন করলেও এবং ভারত সরকার এর অন্যতম স্বাক্ষরকারী হওয়া স্বত্বেও আজ পর্যন্ত সনদটিকে স্বীকৃতি দেয়নি। এর ফলে মৎস্যকর্মীরা, বিশেষ করে বড় যন্ত্রচালিত মাছ ধরার নৌকায় কর্মরত মৎস্যজীবীরা জীবন-জীবিকার সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

১০। সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সংরক্ষিত এলাকা, ব্যাঘ্র প্রকল্প, কুমীর প্রকল্প, কচ্ছপ প্রকল্প বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে হাজার হাজার মৎস্যজীবীর জীবিকার উপর ঢালাও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ও হচ্ছে। এই বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের মতামত নেওয়া দূরের কথা তাদেরকে জানানো পর্যন্ত হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা এর জন্য সাংঘাতিক ভুগছেন।

১১। এর সাথে গঙ্গা নদীতে ও মোহনায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মাথার উপরে আরেকটি ভয়ঙ্কর বিপদের সূচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর ইলিশ সংরক্ষণের নামে গঙ্গা নদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল (প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) ও মোহনায় ৬ মাস মাছ ধরা বন্ধ রাখার ফতোয়া জারি করেছে।

১২। এর উপর রয়েছে সরকারের কুৎসিত বঞ্চনা। জাতীয় উৎপাদনে মৎস্যক্ষেত্রের অবদান প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা। তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে সামুদ্রিক মৎস্য রপ্তানি। অথচ মৎস্যক্ষেত্রে মোট বাজেট বরাদ্দ মাত্র ৫৪৯.১৩ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য যে এর অধিকাংশই বরাদ্দ হয় বড় মৎস্য শিকারি বা বড় মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য। এমনকি ধ্বংসাত্মক ও অতিরিক্ত মৎস্যশিকার বা ক্ষতিকর নিবিড় চিংড়ি চাষের

জন্য। বাজেট বরাদ্দের একটা বড় অংশ যায় কেন্দ্রীয় মৎস্য সংস্থাগুলি চালানোর জন্য। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভাগে প্রায় কিছুই জোটে না।

১৩। এই অবস্থার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রকের অধীন মৎস্য বিভাগ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র নীতি ২০০৪ এর বদলে নতুন জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র নীতি প্রণয়ন করতে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকারের তরফে তিনটি খসড়া নীতি প্রকাশ করে মতামত চাওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যে এই খসড়া নীতিগুলিতে যথোপযুক্ত না হলেও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থানুগ কিছু কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেগুলির প্রয়োগ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিগনির্দেশ দেওয়া হয় নি।

১৪। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মৎস্যদপ্তরও আগামী পাঁচ বছরের জন্য মৎস্যক্ষেত্রে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন বলে গত ২০১৫ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে সরকারের তরফে অধিকতর কিছু জানানো হয় নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বিগত এক বছরে যে মূল কাজগুলি করেছে –

মৎস্যক্ষেত্রের নীতি সম্পর্কিত –

১। জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র নীতির খসড়া সম্পর্কে মন্তব্যঃ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তিনটি খসড়া প্রকাশ করে মতামত আহ্বান করা হয়েছিল। সংগঠনের তরফে তিনটি খসড়ার উপরেই বিস্তারিত মতামত দেওয়া হয়। এই মতামতে একদিকে যেমন খসড়াগুলিতে উল্লেখিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থানুকূল প্রস্তবগুলিকে স্বাগত জানানো হয় তেমনই খসড়াগুলির খামতি ও আপত্তিজনক বিষয়গুলি নির্দেশ করা হয়। এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত জাতীয় আলোচনাসভায় যোগ দেন।

২। জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র নীতি সম্পর্কে রাজ্য মৎস্যদপ্তরে প্রস্তাব পেশঃ রাজ্য সরকারের তরফে জাতীয় মৎস্যক্ষেত্র নীতি সম্পর্কে প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছিল। সংগঠনের তরফে এ বিষয়ে বিস্তারিত মতামত পেশ করা হয়।

৩। পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়নের নির্দেশিকা (EIA Notification) লঘুকরণের জন্য আনা খসড়া বিজ্ঞপ্তি [ESP] S.O.1705(E) dt.10.05.2016 প্রত্যাখ্যানঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আনা এই খসড়া বিজ্ঞপ্তিটি পরিবেশ আইন লঙ্ঘনকারীদের মাপ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল। সংগঠনের তরফে এর তীব্র বিরোধিতা করে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করা হয়।

৪। ভূ-তথ্যের অধিকার হরণের উদ্দেশ্যে আনা খসড়া বিলের বিরোধিতাঃ 'ভূ-তথ্য নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১৬' নামে আনা এই খসড়াটি পাস হলে অন্যান্য মানুষের মতো মৎস্যজীবীরাও জি.পি.এস ও জি.আই.এস প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার হারাতেন। হারাতেন তাদের কর্মক্ষেত্র, বাসস্থান সহ সাধারণ ভূমি ব্যবহারকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চিহ্নিত ও বিজ্ঞাপিত করার অধিকার।

৫। খসড়া জলাভূমি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) বিধি ২০১৬ প্রত্যাখ্যানঃ জলাভূমি সংক্রান্ত আইনের আওতা সঙ্কোচন ও নিষেধাজ্ঞাগুলি লঘু করার উদ্দেশ্যে আনা এই খসড়াটি জলাভূমিতে কর্মরত মৎস্যজীবীদের এবং আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশকে আঘাত করে। সংগঠনের তরফে এটির বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করা হয়।

৬। সি.আর.জেড ২০১১ বিজ্ঞপ্তি সংশোধনের বিরোধিতাঃ কেন্দ্রীয় সরকার উপকূল অঞ্চলকে বিনিয়োগের জন্য আরো উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে সি.আর.জেড ২০১১ বিজ্ঞপ্তির খসড়া সংশোধনী নিয়ে আসে। সংগঠনের তরফে এর তীব্র ও বিস্তারিত বিরোধিতা পেশ করা হয়।

৭। মহিলা মৎস্যকর্মীদের রাজ্য কর্মশালাঃ ডি.এম.এফ এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালায়ের যৌথ উদ্যোগে ২০-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কলকাতায় বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্রে কর্মরত মহিলা মৎস্যকর্মীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে এক কর্মশালা সংগঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্র থেকে আগত প্রায় ৩০ জন মহিলা মৎস্যকর্মী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী নলিনী নায়েক। এই কর্মশালা

থেকে মহিলা মৎস্যকর্মীদের দাবিসনদ প্রস্তুত হয়। এই কর্মশালার আয়োজনে সহায়তা করেন দিশা এবং একশন এইড।

৮। আভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রের মৎস্যকর্মীদের জাতীয় কর্মশালাঃ ডি.এম.এফ-এর উদ্যোগে ২০-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কলকাতায় এক জাতীয় কর্মশালা সংগঠিত হয়। দেশের ৭টি রাজ্য থেকে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই কর্মশালায় যোগ দেন। কর্মশালায় রাজ্য মৎস্য দপ্তর এবং জাতীয় মৎস্য গবেষনা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট আধিকারিক ও পদাধিকারীরা অংশ নেন। কর্মশালায় ১০ সদস্যের একটি প্রস্তুতি কমিটি ও ৮ জন পরামর্শদাতা সহ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ (আভ্যন্তরীণ) তৈরী হয়। এই কমিটি একটি জাতীয় আভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্র নীতি ও আভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেয়। প্রদীপ চ্যাটার্জী জাতীয় মঞ্চের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। এই কর্মশালার আয়োজনে সহায়তা করেন দিশা এবং একশন এইড।

৯। সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার বিষয়ে জাতীয় কর্মশালাঃ ডি.এম.এফ-এর উদ্যোগে ১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৬ কলকাতায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার বিষয়ে এক কর্মশালা সংগঠিত হয়। কর্মশালায় পূর্ব-উপকূলের ৪টি রাজ্যের মৎস্যজীবী প্রতিনিধিরা এবং ICAN-এর ও দিশা-র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মৎস্যজীবী নেত্রী জেসু রতিনম কে আহ্বায়ক করে ১০ জনের একটি কমিটি তৈরী হয় বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যত কর্মসূচী প্রস্তুত করার জন্য। এই কর্মশালার আয়োজনে সহায়তা করেন দিশা এবং একশন এইড।

১০। ডি.এম.এফ-এর সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী মহারাষ্ট্রের সেবাগ্রামে ICAN-এর বার্ষিক সম্মেলনে ও রাজস্থানের উদয়পুরে মৎস্যসম্পদ এবং ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আন্দোলন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এর ফলে বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত হওয়ার বিষয়ে সমাজকর্মীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

১১। ডি.এম.এফ-এর সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস দিল্লীতে হিউম্যান রাইটস ল নেটওয়ার্ক আয়োজিত বনবাসী অধিকার কর্মশালায় যোগ দিয়ে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের শোচনীয় অবস্থা ও অধিকারহীনতা তুলে ধরেন। এর ফলে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের মধ্যে সম্পর্কে সমাজকর্মীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আগামী দিনের লড়াইয়ে আমরা এর থেকে সহায়তা পাওয়ার আশা রাখি।

১২। ডি.এম.এফ-এর সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস ভুবনেশ্বরে ন্যাশনাল সিঙ্গল উইমেন ফোরাম আয়োজিত কর্মশালায় ব্যাঘ্র বিধবাদের পক্ষ থেকে তিনজন মহিলা প্রতিনিধিসহ অংশগ্রহণ করেন এবং সুন্দরবনের সহস্রাধিক ব্যাঘ্র বিধবার অসহায় অবস্থা তুলে ধরেন। এর ফলে ব্যাঘ্র বিধবাদের সম্পর্কে সমাজকর্মীদের মধ্যে সংবেদনা সৃষ্টি হয়। আগামী দিনে এর সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নেটওয়ার্কিং –

১। এন.এফ.এফ – ২০১৩ সালের পর থেকে এন.এফ.এফ-এর সাথে ডি.এম.এফ-এর দূরত্ব তৈরী হয়। কারণ ছিল মূলতঃ ২ ধরণের – (ক) নীতিগত, (খ) সাংগঠনিক।

এন.এফ.এফ মাথানি সালধানা, ফাদার টমাস কোচারি, হরেকৃষ্ণ দেবনাথের মত নেতাদের তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগ্রামের মাধ্যমে যে নীতিগুলি প্রণয়ন করেছিল একে একে সেগুলিকে পিছনে সরিয়ে দেওয়া হতে থাকে এবং সরাসরি মেকানাইজড বোটের মালিকদের সংগঠনের সাথে হাত মিলিয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডি.এম.এফ এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং এই লাইন মানতে অস্বীকার করে।

এছাড়া এন.এফ.এফ-এর সংবিধান না মেনে বিধি-বহির্ভূতভাবে সংগঠনে পদ সৃষ্টি ও নির্বাচন পদ্ধতির বদল করা হয়। ডি.এম.এফ এরও তীব্র বিরোধিতা করে।

ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, গোয়া ও গুজরাট সহ অনেক রাজ্যের মৎস্যজীবী নেতৃত্ব ডি.এম.এফ-এর অবস্থানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। এন.এফ.এফ-এর তৎকালীন নেতৃত্ব ডি.এম.এফ-এর সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জীকে বহিষ্কার পর্যন্ত করে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ডি.এম.এফ তার অবস্থানে দৃঢ় থেকে লড়াই চালিয়ে যায়।

এন.এফ.এফ-এর বিগত বার্ষিক সম্মেলনে নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে এবং ডি.এম.এফ-এর সাথে বিরোধ মেটাবার জন্য আলোচনায় বসার বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এন.এফ.এফ-ডি.এম.এফ যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় এন.এফ.এফ-এর পুরানো নীতিমালাগুলির প্রতি উভয় সংগঠনের আনুগত্য ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ঐ সভায় প্রদীপ চ্যাটার্জীর উপর থেকে অভিযোগ ও শাস্তি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডি.এম.এফ-এর নেতৃত্ব এন.এফ.এফ-এর সংশ্লিষ্ট সংগঠন হিসেবে কাজ করতে সম্মত হন এবং এন.এফ.এফ-কে শক্তিশালী করার প্রয়োজন তুলে ধরেন।

ডি.এম.এফ-এর সহ-সভাপতি দেবাশিস শ্যামল এই বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেন। এন.এফ.এফ-এর বিগত বার্ষিক সম্মেলনে দেবাশিস শ্যামলকে এন.এফ.এফ-এর অন্যতম জাতীয় সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এই বিষয়টি থেকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে হবে। অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যাতে এন.এফ.এফ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থবিরোধী কোন পদক্ষেপ না নিতে পারে এবং যাতে সাংবিধানিক শৃংখলা রক্ষিত হয়। এন.এফ.এফ-এর পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে দেওয়া যাবে না। আর এর একমাত্র গ্যারান্টি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা।

২। পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যা-অন্ধ্র-তামিলনাডু নেটওয়ার্ক – ডি.এম.এফ-এর বিশেষ প্রচেষ্টায় পূর্ব-উপকূলের চারটি রাজ্যের মৎস্যজীবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে সাধারণ বিষয়গুলিতে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে একসাথে লড়াই করা ও একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে এই নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। এর মধ্যেই উড়িষ্যা মৎস্যজীবী ফোরাম, অন্ধ্রের সমুদ্রথিরা মৎস্যকর্মীকুল্যা ইউনিয়ন ও তামিলনাডুর ভাঙ্গাকাড়াল মৎস্য ইউনিয়ন এতে অংশ নিয়েছে। পূর্ব উপকূলে যৌথ মৎস্যজীবী আন্দোলন গড়ে তুলতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৩। এন.এ.পি.এম নেটওয়ার্ক – বিগত ২০১৫ সাল থেকে ডি.এম.এফ এন.এ.পি.এম-এর সাথে যুক্ত হয়। এন.এ.পি.এম-এর অন্যতম জাতীয় আহ্বায়ক অমিতাভ মিত্র ডি.এম.এফ-এর অন্যতম পরামর্শদাতা। ডি.এম.এফ-এর সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী বর্তমানে এন.এ.পি.এম-এর

অন্যতম রাজ্য আহ্বায়ক। এন.এ.পি.এম ও ডি.এম.এফ বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ কার্যক্রম নিয়ে থাকে।

৪। আইক্যান নেটওয়ার্ক – বিগত ২০১৫ সালে কর্নাটকের ধারওয়ারে এই নেটওয়ার্কের সভায় ডি.এম.এফ-এর সভাপতি প্রথম অংশগ্রহণ করেন। ডি.এম.এফ-এর পরামর্শদাতা সৌমেন রায় আরো কিছু আগে থেকে এই নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তার উদ্যোগেই ডি.এম.এফ এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়। আইক্যান বিশেষ করে করিডোর বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। মৎস্যজীবী আন্দোলন শক্তিশালী করতে তাদের যোগদান উল্লেখ্য। ডি.এম.এফ-এর সভাপতি প্রদীপ চ্যাটার্জী বর্তমানে মৎস্যজীবী গ্রুপের দায়িত্বে থাকা আইক্যান-এর অন্যতম সঞ্চালক এবং সৌমেন রায় তার অন্যতম সদস্য।

এছাড়াও ডি.এম.এফ এন.সি.পি.সি ও অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাথে নানাভাবে সংযোগ রক্ষা করে।

দাবি-দাওয়া ও সংগঠন সম্পর্কিত –

বিভিন্ন ব্লক ও জেলায় ডি.এম.এফ-এর শাখা সংগঠনগুলি এলাকাগতভাবে বিস্তারিত দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছেন এবং তাদের সাংগঠনিক প্রতিবেদনে তার উল্লেখ থাকছে। এখানে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের তরফে পেশ করা দাবি-দাওয়া ও সাংগঠনিক বিকাশের সারাংশ উল্লেখ করা হচ্ছে -

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম যে দাবিগুলির জন্য লড়াই করছে –

১। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জল, মৎস্যসম্পদ ও জমির উপর অধিকার কায়েম করার জন্য ডি.এম.এফ এই দাবিগুলি করেছে এবং কার্যক্রম নিয়েছে –

ক। প্রতিটি মৎস্যজীবীর জন্য সরকারি পরিচয়পত্র;

খ। সুন্দরবনের সমস্ত নদী-খাঁড়িতে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার;

গ। সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার;

ঘ। পুকুরভিত্তিক ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের দখলি স্বত্বের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা;

ঙ। নদী, হ্রদ, দহ, জলাভূমিতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সুস্থায়ীভাবে মাছ ধরার ও উৎপাদনের অধিকার।

চ। মৎস্যকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অধিকার;

ছ। সুষ্ঠুভাবে মাছ বিক্রয়ের অধিকার।

জ। মৎস্যজীবীদের জন্য আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা;

কাজঃ

প্রায় ১৪,০০০ মৎস্যজীবীর জন্য সরকারি পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা;

খসড়া জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র নীতিতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের একান্ত মাছ ধরার এলাকা বৃদ্ধির সুপারিশ;

বিভিন্ন এলাকায় আইন ভেঙে ট্রলার ও বড় যান্ত্রিক নৌকোগুলির মাছ ধরার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা;

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অধিকার নিয়ে লাগাতার লড়াই, বনাধিকার আইন প্রয়োগের জন্য ১০,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ;

মধু সংগ্রহকারীদের জন্য সংগ্রহমূল্যের বৃদ্ধি;

সাগরে ট্রলারের আঘাতে জেলে নৌকা দুবে যাওয়া ও মৎস্যজীবীর মৃত্যুর প্রতিবাদে আন্দোলন;

খটি মৎস্যজীবীদের ব্যবহৃত জমির ভোগ-দখল স্বত্ব প্রদানের প্রাথমিক সরকারি স্বীকৃতি ও উদ্যোগ, ২০টি খটির জমির জি.পি.এস ম্যাপিং;

পুকুরভিত্তিক ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের লিজের নিরাপত্তা এবং সরকারি জলাশয়ে মাছ ধরা ও উৎপাদনের অধিকার নিয়ে রাজ্য সরকারি স্তরে দাবি পেশ;

মৎস্যভেন্ডরদের দাবিদাওয়া নিয়ে কাঁথির এ.ডি.এফ দপ্তরে গণ ডেপুটেশন;

বসিরহাট-২ ব্লকে প্রায় ৭০০ মৎস্যজীবী পরিবারের বাস্তু জমির জন্য আন্দোলন;

হিঙ্গলগঞ্জে প্রায় ৩ শতাধিক মহিলা মৎস্যকর্মীর সশক্তিকরণের উদ্যোগ।

ডি.এম.এফ-এর পূর্ব মেদিনীপুর শাখা খটি কর্মচারীদের ‘স্বাস্থ্য সাথী’ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির জন্য জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। এটি অত্যন্ত

শিক্ষনীয় উদ্যোগ। আগামীদিনে সমস্ত মৎস্যকর্মীদের এই প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য কাজ করতে হবে।

শৌলা ২নং খটি সমবায় সমিতি, কুলতলি মহিলা মৎস্যজীবী গোষ্ঠী, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং-এ ২টি মহিলা মৎস্যজীবী গোষ্ঠী এবং হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি করে মহিলা মৎস্যজীবী গোষ্ঠীকে দিশা ও একশন এইডের আনুকূল্যে মাছ-কাঁকড়া চাষের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ডি.এম.এফ-এর সদস্য, কর্মী ও সংগঠকরা বিভিন্ন জেলা ও ব্লকে লাগাতারভাবে মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার লড়াই সংগঠিত করার কাজ করছেন।

গত বছরে মৎস্যজীবীদের জন্য পরিকাঠামোগত সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে – এ বিষয়ে মূখ্য সাফল্যের প্রাথমিক তালিকা সংযোজিত হল -

মৎস্যজীবীদের জন্য সাইকেল ও ঠান্ডা বাক্স (পূর্ব মেদিনীপুর)	৫৬১ ও ৬৪
শৌচালয়	২০০
সৌর বাতি	৩৭
সৌর লন্ঠন	৪৭
সাবমার্সিবল পাম্প (পানীয় জল)	৫০
মাছ শুকানোর বাঁশের কাঠামো	৭
মাছ শুকানোর সিমেন্ট প্ল্যাটফর্ম	৩৫
মাছ ধরার জাল	৬১
রাস্তা	৪
সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্পে ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ –র বকেয়া আদায়	৭,০০০ উপভোক্তা
ইউনিয়নের তরফে লাইফ জ্যাকেট বিপনণ	৭৫০
ইউনিয়নের তরফে মৎস্যজীবীদের জন্য জীবন বিমা	৪০০

গবেষণা ও সমীক্ষা

গত বছরে ‘দিশা’ ও একশন এইডের-র সহায়তায় ডি.এম.এফ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও সমীক্ষার কাজ করে –

১। সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির ব্যবসায়িক উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা;

২। উপকূলীয় চিংড়ি চাষের প্রভাব;

৩। মহিলা মৎস্যকর্মীদের অবস্থা;

৪। মৎস্যজীবী সামাজিক সমীক্ষা; এবং

৫। মৎস্যজীবীসহ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষার অধিকার আইনের প্রয়োগ সমীক্ষা।

এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও সমীক্ষাগুলির চূড়ান্ত রিপোর্ট আগামই কিছুদিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

সাংগঠনিক বিস্তার : সমস্যা ও সম্ভাবনা

ইতিমধ্যে আমাদের কাজ রাজ্যের ৬টি জেলায় প্রায় ৩৪টি ব্লকে বিস্তৃত হয়েছে। মূলতঃ নদী, হ্রদ, জলাভূমি ও পুকুর ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের মধ্যে সংগঠন ছড়িয়েছে।

সদস্য পরিচয়পত্র - ইউনিয়নের প্রচেষ্টায় ডি.এম.এফ-এর সদস্যদের দীর্ঘ দিনের দাবি মেটানো শেষ পর্যন্ত সম্ভব হতে চলেছে। পরিচয়পত্রের সফটওয়ার প্রস্তুত হয়েছে। ছাপার কাজ শুরু হতে চলেছে।

২০১৬ সালে ডি.এম.এফ তার শাখা ও সহযোগী সংগঠনগুলি বহু গ্রুপ ও জি.পি. মিটিং সহ প্রায় ৪৮টি ব্লক মিটিং, ১৩টি জেলা মিটিং এবং ১টি রাজ্য স্তরের সাধারণ সভা সংগঠিত করেছে।

উল্লেখ্য যে গত বছর রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত জঙ্গলমহলে ডি.এম.এফ-এর সংগঠন পৌঁছে যায় এবং তারপর থেকে তা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সংগঠনের বিস্তার ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ২৪ পরগণাতেও। কিন্তু এইসব জায়গায় সংগঠনের কাজ নিয়মিত ও পদ্ধতিগত করার অবকাশ রয়েছে, নতুবা সংগঠনে শ্লথতা আসার আশংকা।

হাওড়া ও হুগলি জেলায় আভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে আমাদের সংগঠন সবথেকে পুরোন। কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এই দুটি জেলায় সংগঠন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি বা দানা বাঁধেনি। ডি.এম.এফ সংগঠকরা চেষ্টা করছেন। আমাদের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ডি.এম.এফ নেতৃত্বকে এ বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মিশ্র অবস্থা রয়েছে। গোসাবা এবং বাসন্তীর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্লকে সাংগঠনিক অবস্থা দীর্ঘদিন কিছুটা দুর্বল হয়ে রয়েছে। সাগর ও কুলপি ব্লকে সংগঠন শক্তিশালী ও সুস্থিত হয়েছে। কুলতলিতে সাংগঠনিক সংকট কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। পাথরপ্রতিমায় বড় সম্ভাবনা ও যোগাযোগ সত্ত্বেও সাংগঠনিক কাজ তেমন এগোয় নি।

পূর্ব-মেদিনীপুরে সংগঠনের এলাকাগত বিস্তার ঘটেছে। রূপনারায়ণ নদ মৎস্যজীবী ইউনিয়নের উদ্যোগে কোলাঘাট অঞ্চলে এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের উদ্যোগে সুতাহাটা অঞ্চলে ডি.এম.এফ-এর সংগঠন তৈরী হয়েছে। পূর্ব-মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সামনে আরেকটি সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। একদিকে সরকার প্রনোদিত দূর্নীতি, আরেকদিকে খটিকমিটিগুলিকে দলীয়করণের রাজনৈতিক প্রবণতা সাংগঠনিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। খটিগুলির স্বীকৃতি নিয়েও একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। তবে কাঁথি মহকুমার ক্ষেত্রে এটি নতুন নয়। এই বিপর্যয় মোকাবিলায় সংগঠনের কর্মীদের নীতিগত অবস্থান বজায় রেখে আরো বেশি করে সাধারণ মৎস্যজীবীদের কাছে যেতে হবে ও তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বঞ্চিত ও ব্রাত্য ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরাই তাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে দূর্নীতি ও দলীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখেন।

পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এই বৃহৎ শক্তিকে সঠিকপথে চালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভেন্ডর ইউনিয়নে দক্ষিণবঙ্গের নেতৃত্বকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে একদিকে অধিকারগত বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, আরেকদিকে সাধারণ মৎস্যভেন্ডরদের আর্থিক সশক্তিকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে

হবে। এর সাথে মৎস্য ভেন্ডরদের সংগঠন ও সংগ্রামকে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রসারিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

মহিলা মৎস্যকর্মীদের সশক্তিকরণ মৎস্যজীবী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ডি.এম.এফ-এর উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় মহিলা মৎস্যজীবীদের স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করার কাজ চলেছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি এলাকায় মহিলা মৎস্যজীবী কমিটি তৈরী হয়েছে। এছাড়া ডি.এম.এফ 'দিশা' এবং 'একশন এইড'- এর সহায়তায় মহিলা মৎস্যজীবী গোষ্ঠী ও সমবায় সমিতিগুলিকে স্বনির্ভর করার কাজ করছে। মহিলা মৎস্যকর্মীদের সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে – এই সম্ভাবনা বাস্তব করার লক্ষ্যে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।

আগামীদিনে ডি.এম.এফ-এর সংগঠন আরো বিস্তৃত করতে, বিশেষ করে কুচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার মতো বিরাট সংখ্যক মৎস্যজীবী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

ডি.এম.এফ আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। সাধারণ সম্পাদক মিলন দাসের তত্ত্বাবধানে এবং সাগর মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক আবদার মল্লিকের বিশেষ উদ্যোগে যন্ত্রচালিত বড় মাছ ধরার নৌকার শ্রমিক মৎস্যকর্মীদের স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে। এই প্রথম যন্ত্রচালিত বড় মাছ ধরার নৌকার পক্ষ থেকে মালিকদের ইউনিয়নের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে এবং বড় মাছ ধরার নৌকাগুলির বিরাট সংখ্যক শ্রমিক মৎস্যকর্মীদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী হচ্ছে।

ধন্যবাদজ্ঞাপন

আমি দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের তরফ থেকে দিশা, একশনএইড, এন.এ.পি.এম, এন.এফ.এফ, আইক্যা্ন্, এন.সি.পি.সি, আই.এফ.এ, দিল্লী ফোরাম ও ওক ফাউন্ডেশন সহ সমস্ত বন্ধু ও সহায়তাকারী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এদের অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া আমরা আজ এতটা এগোতে পারতাম না।

গত বছরের কাজের সাফল্যের ধারা ধরে রেখে, দূর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আশা-ভরসার যোগ্য সংগঠন হয়ে উঠবে এই আশা রেখে বার্ষিক প্রতিবেদন শেষ করছি।

মিলন দাস

সাধারণ সম্পাদক